<u>**শিম চাষের বিস্তারিত বিবরণী**</u>

জাত পরিচিতি

জাতের নাম : বারি শিম-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২১০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : শিমে ৪-৫টি বীজ হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

মাঝারি আগাম জাত। শিমের বর্ণ সবুজ। শিম পাকার পূর্ব পর্যন্ত নরম থাকে এবং খেতে সুস্বাদু। জাতটি মাঝারী আগাম। দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে চাষ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৮৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০ - ২২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২.৮ - ৩ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

আষাঢ় থেকে ভাদ্র আগাম লাগালে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতে বোনা উত্তম। ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ১২০- ২০০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : শিমের মোজাইক রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি শিম-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : শিমে ৪-৫টি বীজ হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

শিম পাকার পূর্ব পর্যন্ত নরম থাকে। এক মৌসুমে ১৫-১৬ বার শিম সংগ্রহ করা যায়। দেশের সব অঞ্চলে চাষ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪৮ - ৫৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১২ - ১৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২.৮ - ৩ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

আষাঢ় থেকে ভাদ্র আগাম লাগালে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতে বোনা উত্তম। ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ১২০- ২০০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি শিম-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : শিমে ৪-৫টি বীজ হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

তাপ অসংবেদনশীল ও দিবস নিরপেক্ষ। সারাবছর চাষযোগ্য। ফুল সাদা, শিম সবুজ। শিমের ওজন ৬-৭ গ্রাম। ১০-১২ বার শিম সংগ্রহ করা যায়। দেশের সব অঞ্চলে চাষ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬০ - ৭২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৪ - ১৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২.৮ - ৩ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

গ্রীষ্মকালে চৈত্র (মার্চ) এবং শীতকালে আষাঢ় থেকে ভাদ্র আগাম লাগালে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতে বোনা উত্তম। ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ১২০- ২০০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি শিম-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : শিমে ৪-৫টি বীজ হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

শিম কাস্তে আকৃতির। দীর্ঘ দিন সংগ্রহ করা যায়। দেশের সব অঞ্চলে চাষ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬৪ - ৭২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৬ - ১৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২.৮ - ৩ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

আষাঢ় থেকে ভাদ্র আগাম লাগালে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতে বোনা উত্তম। ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ১২০- ২০০ দিন।

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : শিমের ফল ছিদ্রকারী পোকা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি শিম-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : শিমে ৪-৫টি বীজ হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

শিম খাটো আকৃতির। লাগানোর ৩৫-৪০ দিনে ফুল আসে। দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে চাষ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪৮ - ৫৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১২ - ১৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২.৮ - ৩ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

আশ্বিন (১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর) মাসে বীজ বপন করে কার্তিক (১৫ অক্টবর থেকে ১৫ নভেম্বর) মাসে রোপণ করা হয়।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ১২০- ২০০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি শিম-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ সামান্য চেপ্টা, কুঁচকানো কালচে বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ডের ও শিমের কিনারা বেগুনি রঙের। দেশের সকল অঞ্চলে চাষ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬৮ - ৮০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৭ - ২০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২.৮ - ৩ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

আষাঢ় থেকে ভাদ্র আগাম লাগালে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতে বোনা উত্তম। ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ১২০- ২০০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি শিম-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : শিমে ৪-৫টি বীজ হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

তাপ অসংবেদনশীল ও দিবস নিরপেক্ষ। সারাবছর চাষযোগ্য। ফুল সাদা, শিম সবুজ। শিমের ওজন ৬-৭ গ্রাম। ১০-১২ বার শিম সংগ্রহ করা যায়। দেশের সব অঞ্চলে চাষ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬০ - ৭২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৪ - ১৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২.৮ - ৩ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

বপনের উপযুক্ত সময় :

গ্রীষ্মকালে চৈত্র (মার্চ) এবং শীতকালে আষাঢ় থেকে ভাদ্র আগাম লাগালে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতে বোনা উত্তম। ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ১২০- ২০০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি শিম-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ২৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজ সামান্য চেপ্টা, কুঁচকানো কালচে বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ডের ও শিমের কিনারা বেগুনি রঙের। দেশের সকল অঞ্চলে চাষ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬৮ - ৮০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১৭ - ২০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ - ৩০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ২.৮ - ৩ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

আষাঢ় থেকে ভাদ্র আগাম লাগালে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতে বোনা উত্তম। ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ১২০- ২০০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের পুষ্টিমান

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপযোগী শিমে জলীয় অংশ- ৮৬.১ গ্রাম, খনিজ পদার্থ- ০.৯ গ্রাম, আঁশ- ১.৮ গ্রাম, খাদ্যশক্তি- ৪৮ কিলোক্যালোরি, আমিষ- ৩.৮ গ্রাম, চর্বি- ০.৭ গ্রাম, শর্করা- ৬.৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম- ২১০ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন- ১৮৭ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি-১- ০.১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-২- ০.০৫ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি- ৯ মিলিগ্রাম রয়েছে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস. ২০১৭।

বীজ ও বীজতলা

বর্ণনা : নার্সারী বা বীজতলায় চারা তৈরী করে জমিতে লাগানো উত্তম।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

মাদায় ও নার্সারিতে পলি ব্যাগে বীজ বপন করা যায়।

ভাল বীজ নির্বাচন :

বপনের জন্য রোগমুক্ত, পরিষ্কার, পরিপুষ্ট বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ভাল বীজ মানে সবল চারা। আর রোগাক্রান্ত বীজ থেকে বীজতলায় সহজেই রোগ ছড়ায়।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলা তৈরি ও বপন পদ্ধতিঃ নার্সারী বা বীজ তলায় চারা তৈরী করে জমিতে লাগানো উত্তম। ৫০:৫০ অনুপাতে পচা গোবর বা কম্পোষ্ট ও মাটি একত্রে মিশিয়ে ৬ X ৮ ইঞ্চি সাইজের পলিথিনের ব্যাগে ভরে নিন। প্রতি ব্যাগে ১ টি করে বীজ বপন করুন। সাধারণত মাদা থেকে মাদার দূরত্ব ৬০-৭০ ইঞ্চি আর লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৭০-৮০ ইঞ্চি রাখুন। মাদায় রোপনঃ চারার বয়স ১৬-২০ দিন হলে পলিব্যাগ সরিয়ে মাদায় চারা রোপণ করুন। মাদা তৈরীঃ ৬০-৭০ ইঞ্চি দূরত্বে গভীর ও ১২ ইঞ্চি ব্যাসের গর্ত/মাদা তৈরী করুন এবং লাইন থেকে লাইন দূরত্ব ৭০-৮০ ইঞ্চি।

বীজতলা পরিচর্চা : বীজতলা/ পলি ব্যাগ শুকিয়ে এলে হালকা সেচ দিন। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে ব্যবস্থা নিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বপন / রোপনপদ্ধতি

চাষপদ্ধতি :

জমি নির্বাচন করে ৩/৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে। তারপর ৮ থেকে ১০ ফুট (৯৬-১২০ ইঞ্চি) দূরে দূরে মাদা বা গর্ত তৈরি করে নিতে হবে। ৩৬ ইঞ্চি চওড়া ও ৩০ ইঞ্চি গভীর গর্ত করে গর্তের মাটি গর্তের একপাশে এক সপ্তাহ রেখে গর্তে আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা নিতে হবে। সপ্তাহ পর প্রতি মাদায় বা গর্তে পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সার ১০ কেজি, খৈল সার ২০০ গ্রাম, ট্রিপল সুপার ফসফেট সার ১২৫ গ্রাম ও ছাই ২ কেজি একত্রে গর্তের পাশে রাখা ওপরের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে দিতে হবে। তারপর প্রতি মাদায় বা গর্তে ৩/৪টি সুস্থ-সবল নিরোগ বীজ বুনতে হবে। চারা গজানোর সুবিধার্থে ১০-১২ ঘণ্টা বীজকে ভিজিয়ে রেখে তারপর গর্ত বা মাদায় বুনতে হবে। বীজ বোনার পর মাদায় রস না থাকলে হালকাভাবে পানি সেচ দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য বিঘাপ্রতি এক থেকে সোয়া কেজি বীজের প্রয়োজন হয়ে থাকে। ডিকয়েলিংঃ চারার বয়স ৪০-৪৫ হলে শিমের ডগা পরস্পর প্যাচ লেগে যায়। এতে ডগার বৃদ্ধি এবং ফুল-ফল ধারণ ব্যহত হয়। এজন্য প্যাচ ছাড়িয়ে দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহায়তা নিতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	শতক প্রতি সার	হেক্টর প্রতি সার
গোবর/ জৈব সার	১.৫ কেজি	১০ টন
ইউরিয়া	১০০.০০ গ্রাম	২৫ কেজি
টিএসপি	৩৬০.০০ গ্রাম	৯০ কেজি
এমওপি	২৪০.০০ গ্রাম	৬০ কেজি
জিপসাম	২০.০০ গ্রাম	৫ কেজি
বোরিক এসিড	২০.০০ গ্রাম	৫ কেজি

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর সার এবং জিপসাম সবটুকু ছিটিয়ে জমিতে প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বপন বা চারা রোপণের ৪-৫ দিন আগেই ইউরিয়া ও পটাশ সারের অর্ধেক এবং টিএসপি সারের সবটুকু একত্রে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাদার মাটির সাথে (৪ ইঞ্চি গভীর পর্যন্ত) কোদালের দ্বারা হালকাভবে কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বপন/রোপণের ৩০ দিন পর বাকি অর্ধেক ইউরিয়া এবং পটাশ সার মাদায় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। শিমের জমিতে সার উপরি প্রয়োগের কাজ দুই কিস্তিতে করতে হয়। প্রথম কিস্তি চারাগজানোর এক মাস পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি গাছে দুই-চারটি ফুল ধরার সময়। প্রতি কিস্তিতে মাদা প্রতি ২৫ গ্রাম ইউরিয়া (শতক প্রতি) ও ২৫ গ্রাম (শতক প্রতি) এমওপি সার গাছের গোড়ার চারদিকে (গোড়া থেকে ৪-৫ ইঞ্চি দূরে) উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালো ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সারপ্রয়োগের সময় মাটিতে রসের অভাব হলে ঝাঁঝরি দিয়ে পানি সেচ দিতে হবে।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : কোন অবস্থাতেই গাছের গোড়ায় পানি যাতে না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। মাঝে মাঝে মাটি নিড়ানি দিয়ে আলগা করে দিতে হবে। এছাড়া গাছ যখন ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার লম্বা হবে তখন মাদায় গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা মাটিতে পুঁতে বাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

কলসি দিয়ে ড্রিপ সেচ দিন। কলসির নিচে ড্রিল মেশিন দিয়ে ছোট ছিদ্র করে তাতে পাটের আঁশ প্রবেশ করাতে হবে। কলসি মাদার মাঝখানে এমন ভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্র ও আঁশ মাটির নিচে থাকে। কলসির ছিদ্রের সাথে যুক্ত পাটের আঁশ আস্তে আস্তে গাছের গোঁড়ায় পানি সরবরাহ করবে। মাদা সবসময় ভিজা থাকবে ফলে লবনাক্ত পানি উপরে উঠে আসবেনা।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছার নাম : হাতিসুঁড়

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে জন্মায়। সাধারণত মে-জুন/ বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ অংকুরিত হয়। অক্টোবর-নভেম্বর/ আশ্বিন-কার্তিক মাসের দিকে ফুল হয়।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। আষাঢ় থেকে কার্তিক/ জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০টি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০-৫০টি চারা রাখা উত্তম। ৪০ দিন আগাছা মুক্ত রাখুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : শিয়ালমুতরা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি মৌসুমের।

আগাছার ধরন : বীজ দিয়ে বংশ বিস্তার ঘটে।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : শিয়াল কাঁটা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : শীতের শুরুতে চারা জন্মায়, বসন্তে তথা ফাল্গুন-চৈত্রে ফুল ফোটে এবং চৈত্র-বৈশাখে বীজ পাকে।

আগাছার ধরন : বীজ দিয়ে বংশ বিস্তার ঘটে।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলা মাসের নাম : আষাঢ়

ইংরেজি মাসের নাম : জুন

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : অতিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা তৈরি ও মেরামত করে রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

জমির পানি বের করার জন্য নালা কেটে দিন।

প্রস্তুতি : পানি বের করে দেয়ার জন্য নালা তৈরি ও মেরামত করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

পোকামাকড়

পোকার নাম : শিমের জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়। তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মি.লি./ ২ মুখ ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : শিমের ঘাস ফড়িং

পোকা চেনার উপায় : বাদামি থেকে মেটে সবুজ রঙের লম্বা ফড়িং পোকা।

ক্ষতির ধরণ : পাতার শিরার মাঝখানের বা পাশের অংশ খেয়ে ফেলে। তাই সালোকসংশ্লেষণের হার কমে এবং ফলন কম হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

এটি সাধারণত তেমন ক্ষতিকর নয়, তবে ব্যাপক আক্রমণ হলে ডায়াজিনন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ সার্বিয়ন ৬০ ইসি ৩০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। ডাল পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা (বিঘা প্রতি ৮-১০ টি)করুন। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : শিমের ক্ষুদ্র লাল মাকড় পোকা

পোকা চেনার উপায় : লাল বা হলদে বাদামি। পাখা নাই। পাতার নিচের দিকে বা কুঁড়িতে জমাটবেধে থাকে। দেহ নরম ডিম্বাকার।

ক্ষতির ধরণ : পাতার উল্টো দিকে বসে রস চুসে খাওয়ার কারণে পাতার আকৃতি নষ্ট হয় এবং বিবর্ণ হয়ে কুচঁকে যায়। আক্রান্ত স্থান প্রথমে বিন্দু বিন্দু হলুদ ও পরে সাদা হয়ে যায়। গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

অন্যান্য :

ক্ষেত পরিষ্কার করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : শিমের পাতামোড়ানো পোকা

পোকা চেনার উপায় : হালকা হলদে থেকে হালকা বাদামি পাখাযুক্ত মথ। উভয় পাখায় আড়াআড়ি কালো রেখা আছে।

ক্ষতির ধরণ : কীড়া অবস্থায় পাতা মোড়ায় এবং সবুজ অংশ খায়। এটি সাধারণত কচি পাতাগুলো আক্রমণ করে থাকে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

জমি পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। ডাল পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা (বিঘা প্রতি ৮-১০ টি)করুন। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : শিমের থ্রিপস পোকা

পোকা চেনার উপায় : নরম, কালো পোকা। মাথার উকুনের মত। বাচ্চা অনুরূপ, সাদাটে।

ক্ষতির ধরণ : কচি পাতা ও ডগার রস শুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে । ফুল ও কচি ফলে আক্রমণের কারণে ফলে দাগ হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , কচি পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার/ ২ মুখ ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

পরিছন্ন চাষাবাদ করুন। সুষম সার প্রয়োগ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করুন। আক্রমণের শুরুতে কিছু কেরোসিন/ সাবানের গুড়া(৫গ্রাম)/ নিমের রস ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে জোরে স্প্রে করেও এ পোকা তাড়ান যায়। পেঁয়াজ,রসুন এ জাতীয় বা ধানের বীজতলা কাছে থাকলে সতর্ক থাকুন।

অন্যান্য :

সাদা রঙ আকর্ষণ করে বিধায় সাদা আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করুন। ৫ গ্রাম সাবানের গুড়া ও নিমের রস ১ লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : শিমের ক্যাবেজ লুপার পোকা বা ঘোড়া পোকা

পোকা চেনার উপায় : পাখা গাঢ় বাদামি রঙ্গের। ডিম ছোট গোলাকার মেটে সাদা। কীড়া সবুজ তবে হালকা কাল হতে পারে। দেহে লম্বালম্বি গাঢ় ডোরাকাটা দাগ আছে। শরীরের পিছনের তুলনায় সামনের দিক অপেক্ষাকৃত সরু।

ক্ষতির ধরণ : পাতা খেয়ে পাতায় ছোট বড় ছিদ্র করে ফেলে। এ পোকা উপকারি পোকা দ্বারা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তাই তেমন ক্ষতি করতে পারেনা। তবে এদের সংখ্যা বেশি বেড়ে গেলে ক্ষতি সাধন করতে পারে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

অতি আক্রমণ না হলে রাসায়নিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। অতি আক্রমণে সাইপারমেথরিন জাতীয় বালাইনাশক (যেমনঃ কট বা ম্যাজিক ১০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) সকালের পরে সাঁজের দিকে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন। জমির আশে পাশে আগাছা থাকলে তা পরিস্কার করে ফেলুন। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

পাতার নিচের দিকে ডিম দেখলে তা তুলে ধ্বংস করুন। পোকা সমেত পাতাটি তুলে পায়ে মাড়িয়ে বা গর্তে চাপা দিয়ে মারুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : শিমের ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : মাঝারি আকারে এবং বাদামি/ মেটে রঙের ডোরাকাটা মথটির পাখা। দেহে খাড়া খাড়া শুঁয়া থাকে। ১৮-২৫ দিনের মাঝে বড় হয়।

ক্ষতির ধরণ : ফল ও বীজ ছিদ্র করে নষ্ট করে ।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল , বীজ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে কুইনালফস জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ কিনালাক্স অথবা কোরোলাক্স ২৫ তরল ১০ মিলিলিটার /২মুখ) অথবা থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার / ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ ও সুষম সার ব্যবহার করুন। গাছের নিচে ঝরে পড়া ফুল, ফল ও পাতা সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুঁতে ফেলুন। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে, ছেঁকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : শিমের পাতা সুড়ঙ্গাকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক পোকা বাদামি রঙের। কীড়ার মাথা বাদামি এবং দেহ হলুদাভ থেকে হালকা সবুজ রঙের।

ক্ষতির ধরণ : খুদে কীড়া পাতার দুইপাশের সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। তাই পাতার উপর আঁকা বাঁকা রেখার মত দাগ পড়ে এবং পাতা শুকিয়ে ঝড়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

অতি আক্রমণ না হলে রাসায়নিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। অতি আক্রমণে সাইপারমেথরিন জাতীয় বালাইনাশক (যেমনঃ কট বা ম্যাজিক ১০ মিলি লিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) সকালের পরে সাঁজের দিকে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। স্প্রের পুর্বে খাবারযোগ্য লতা ও ফল পেড়ে নিন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করুন।

অন্যান্য :

পাতায় ডিম দেখলে তা তুলে ধ্বংস করুন। পোকা সমেত পাতাটি তুলে পায়ে মাড়িয়ে বা গর্তে চাপা দিয়ে মারুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : শিমের কাঁঠালে পোকা

পোকা চেনার উপায় : ছোট ডিম্বাকার ও লালচে বা হলদে রঙের শক্ত আবরণের পোকা। কীড়া হলদে রঙের ও চ্যাপ্টা, লম্বাটে।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণ বয়স্ক বিটল ও গ্রাব উভয়েই পাতা খায়। আক্রান্ত পাতা ঝাঁঝরা করার ফলে পাতা শুকিয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। পরজীবী বোলতা সংরক্ষণ করুন। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

গাছের পাতার নিচ দিক দিয়ে ছাই ছিটান। ডিম ও কীড়া নষ্ট করা এবং পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

রোগ

রোগের নাম : শিমের মোজাইক রোগ

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : গাছে হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা :

জমি থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলুন অথবা ডালা কেটে দিন। জাব পোকা এ রোগের বাহক, এ পোকা দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মি.লি./ ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

রোগের নাম : শিমের উইল্ট রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : কচি পাতা হঠাৎ করে নেতিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে গাছ মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

কপার হাইড্রোক্সাইড জাতীয় বালাইনাশক(যেমনঃ চ্যাম্পিয়ন ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে অথবা মাদার মাটিতে ট্রাইকোডারমা ৩০ গ্রাম প্রতি ৫০০ গ্রাম গোবরের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আক্রান্ত জমিতে কয়েকবার দানাজাতীয় ফসল চাষ করে আবার শিম চাষ করুন। ফসল সংগ্রহের পর পুরাতন গাছ ও আবর্জনা আগুনে পুড়িয়ে দিন। জমি তৈরি করার সময় জমি গভীরভাবে চাষ দিন। বোনার আগে বীজ শোধন করুন চারা গজানোর পর অতিরিক্ত সেচ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

অন্যান্য :

সম্ভব হলে আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

রোগের নাম : শিমের পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে পাতায় বৈশিষ্টপূর্ণ দাগ দেখা যায়। দাগের কেন্দ্র বাদামি বা সাদাটে এবং কিনারা কালচে ও হলুদ হয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় বালাইনাশক (যেমনঃ এইমকোজিম/ নোইন ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

বোনার আগে বীজ শোধন করুন। সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। ফসল সংগ্রহের পর পরিত্যাক্ত অংশ ধ্বংস করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন। আক্রান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ করে মাটিতে পুতে ফেলা বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

রোগের নাম : শিমের মরিচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় ও ফলে মরিচারমত দাগ দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

প্রপিকোনাজল জাতীয় বালাইনাশক (যেমনঃ টিল্ট ২৫০ ইসি ৫ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ৩ বার শেষ বিকেলে স্প্রে করতে হবে। বালাইনাশক ছিটানোর পর ১৫ দিন ফল তোলা থাকে বিরত থাকুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। বীজ লাগানোর আগ বীজশোধন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল,পাতা ও ডগা অপসারণ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

রোগের নাম : শিমের পাউডারী মিলডিউ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতা ও গাছের গায়ে সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত বেশি হলে পাতা হলুদ বা কালো হয়ে মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ কুমুলাস ডিএফ ৪০ গ্রাম ১০ লিটার বা থিওভিট ৪০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার শেষ বিকেলের দিকে স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। রোগ প্রতিরোধী জাত যেমনঃ বারি জাতের শিম চাষ করুন। রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল,পাতা ও ডগা অপসারণ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

রোগের নাম : শিমের এনথ্রাকনোজ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এতে পাতায় ও ফলে বাদামি বা কালো দাগ দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

প্রপিকোনাজল জাতীয় বালাইনাশক (যেমনঃ টিল্ট ২৫০ ইসি ৫ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ৩ বার শেষ বিকেলে স্প্রে করতে হবে। বালাইনাশক ছিটানোর পর ১৫ দিন ফল তোলা থাকে বিরত থাকুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত ব্যবহার করুন। বীজশোধন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল,পাতা ও ডগা অপসারণ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল তোলা : জাতভেদে বীজ বপনের ৯৫-১৪৫ দিন পর শিমের শুটি (পড) গাছ থেকে তুলে বাজারজাত করা যেতে পারে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে ফুল ধরে। ফুল ফোটার ২০-২৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা যায়। ৪ মাসেরও বেশি সময় ধরে শিমের কচি শুঁটি, অপক্ক বীজ এবং পরিপক্ক বীজ সবজি হিসেবে ব্যবহার অনুসারে ৫-৭ দিন অন্তর গাছ থেকে মোট ১৩-১৪ বার গুণগত মানসম্পন্ন ফল সংগ্রহ করুন।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

বালাইনাশক ব্যবহার করলে তার তীব্রতা অনুসারে ফসল তুলুন। সাধারণত বালাইনাশক প্রয়োগের ৭-১৫ দিন পর ফসল তুলবেন। ভোরে বা বিকালের দিকে ফল সংগ্রহ করুন। কাটা ছেড়া পোকা বা রোগ বালাই আক্রান্ত শিম আকার প্রকার অনুসারে বাছাই করুন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

শিম আকার প্রকার অনুসারে বাছাই করে প্রয়োজনে হালকা পানির ছিটা দিন।

সংরক্ষণ : বাঁশের খাঁচায়; উপরে চটের ঢাকনা দিয়ে ঝুড়ির সাথে সেলাই করে; প্লাস্টিক কন্টেইনারে। বিভিন্ন আকার ও ওজনের ছিদ্রযুক্ত করোগেটেড কার্টনে রপ্তানির জন্য কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

বীজ উৎপাদন :

বীজ উৎপাদন ফসল উৎপাদনের মতো। তবে গাছ বাড়ার প্রথম দিক থেকে জাতের বিশুদ্ধতা, ফলের আকার-আকৃতি, রং, বালাই আক্রমণ মুক্ততা প্রভৃতি দেখে সমরূপ ভালভাবে দেখে ভাল গাছ বাছাই করুন। মোজাইক রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলুন। ভাল ও পুষ্ট গাছের শিম পেকে গেলে খোসা বাদামি রং ধারণ করে এবং শিরা গুলো আরো স্পষ্ট হয়। আঙ্গুলে চাপ দিলে বীজ শক্ত মনে হলে ফসল সংগ্রহ করুন। ভাল ও পুষ্ট ফল ছিঁড়ে তা শুকিয়ে নিন। পরে আলতো করে পিটিয়ে বা হাত দিয়ে বীজ বের করে নিন, বীজ যেন না ফাটে। এরপর ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে ঝারাই বাছাই করে ৯% আর্দ্রতায় নামিয়ে আনুন। বীজ যত বেশি শুকাবে তা নাড়াচাড়া করলে তত টনটনে শব্দ হবে।

বীজ সংরক্ষণ:

বীজ ভালোভাবে শুকিয়ে পলি ব্যাগে/ ধাতবপাত্রে পুরাপুরি ভরে মুখ বায়ুরোধী করে আঁটকে রাখুন। বীজপাত্র অপূর্ণ থাকলে বা পাত্রের মুখভালভাবে না আঁটকালে বীজের গজানোর হার কমে যাবে। বীজপাত্র চিহ্ন/ লেবেল দিয়ে শুকনা ও ঠান্ডা স্থানে মাচায় রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

১। বিএডিসি ও সরকারি অনুমোদিত সকল বীজ ডিলার।

২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ১৬/০২/২০১৮।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : মই

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

পশু চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

জমি চাষে ব্যবহার করা হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি ,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : কোদাল

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

ফসল বাজারজাতকরণ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান, ট্রলি, পিকাপ ট্রাক, লঞ্চ, শীতাতপ কাভার্ড ভ্যান, কার্গো বিমানে।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে স্থানীয় হাট বাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

বাঁশের খাঁচায়; উপরে চটের ঢাকনা দিয়ে ঝুড়ির সাথে সেলাই করে; প্লাস্টিক কন্টেইনারে। বিভিন্ন আকার ও ওজনের ছিদ্রযুক্ত করোগেটেড কার্টনে রপ্তানির জন্য।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।